Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ২২-০২-২০২৪ (পৃঃ ০৭)

চালের বস্তায় লিখতে হবে মূল্য জাত, ১৪ এপ্রিল থেকে কার্যকর

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চালের বস্তায় ধানের জাত ও মিল গেটের মূল্য লিখতে হবে। সেই সঙ্গে লিখতে হবে উৎপাদনের তারিখ ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নাম। এমনকি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের জেলা ও উপজেলাও উল্লেখ করতে হবে। থাকবে ওজনের তথ্যও। এমন নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এই নির্দেশনা কার্যকর হবে।

এ বিষয়ে গতকাল খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা থেকে একটি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্দেশনার কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, সব বিভাগীয় কমিশনার, সব জেলা প্রশাসক, সব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সব উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকসহ সংশ্লিষ্টদের পাঠানো হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ইসমাইল হোসেন সই করা এই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সম্প্রতি দেশের চাল উৎপাদকারী কয়েকটি জেলায় পরিদর্শন করে নিশ্চিত হওয়া গেছে বাজারে একই জাতের ধান থেকে উৎপাদিত চাল ভিন্ন ভিন্ন নামে ও দামে বিক্রি হচ্ছে।

> চালের বস্তায় ধানের জাত ও মিল গেটের মূল্য লিখতে হবে। সেই সঙ্গে লিখতে হবে উৎপাদনের তারিখ ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নাম। এমনকি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের জেলা ও উপজেলাও উল্লেখ করতে হবে। থাকবে ওজনের তথ্যও

চালের দাম অযৌক্তিক পর্যায়ে গেলে বা হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে মিলার, পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা একে অন্যকে দোষারোপ করছেন। এতে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পছন্দমত জাতের ধান, চাল কিনতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, বলে নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ অবস্থার উত্তরণের লক্ষ্যে চালে বাজার মূল্য সহনশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে ধানের নামেই যাতে চাল বাজারজাতকরণ করা হয় তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবং এ সংক্রান্ত কর্যক্রম মনিটরিংয়ের সুবিধার্থে নির্দেশনায় কয়েকটি বিষয় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- চালের উৎপাদকারী মিলাররা গুদাম থেকে বাণিজ্যিক কাজে চাল সরবরাহের প্রাক্কালে চালের বস্তার ওপর উৎপাদনকারী মিলের নাম, জেলা ও উপজেলার নাম, উৎপাদনের তারিখ, মিল গেট মূল্য এবং ধান বা চালের জাত উল্লেখ করতে হবে। বস্তার ওপর এসব তথ্য কালি দিয়ে লিখতে হবে।

চাল উৎপাদকারী মিল মালিকের সরবরাহ করা সকল প্রকার চালের বস্তা ও প্যাকেটে ওজন উল্লেখ করবেন। করপোরেট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে। এক্ষেত্রে মিল গেট দামের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান চাইলে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য উল্লেখ করতে পারবে। এই পরিপত্রের আলোকে সকল জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শকরা পরিদর্শনকালে এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে ‘খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহন, সবরাহ, বিতরণ, বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩ এর ৬ ও ৭ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এই পরিপত্রের নির্দশনা আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে, বলেও নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ২২-০২-২০২৪ (পৃঃ ০১,০২)

বস্তায় লিখতে হবে ধানের জাত-দাম

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের প্রধান খাদ্যশস্য চালের বাজার সম্প্রতি অস্থির হয়ে ওঠে। এতে প্রতি কেজি চালের দাম অন্তত ৬-৭ টাকা পর্যন্ত বাড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে খোদ খাদ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয়ের বাজার তদারকি টিম কয়েকটি জেলায় মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে। দেখা যায়, বাজারে একই জাতের ধান থেকে উৎপাদিত চাল ভিন্ন ভিন্ন নামে ও দামে বিক্রি হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমন পরিস্থিতিতে চালের দাম সহনশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে বস্তায় মিলগেট পর্যায়ের মূল্য এবং চালের বস্তায় ধানের জাত উল্লেখ করাসহ ছয়টি তথ্য লেখা বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। গতকাল বুধবার এ সংক্রান্ত 'চালকল থেকে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে সরবরাহকৃত

আদেশ না মানলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা ১৫ লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড

চালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন ও সরবরাহ মূল্য অবহিতকরণ' পরিপত্র জারি করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয়।

এতে বলা হয়েছে, চাল উৎপাদনকারী মিলারদের গুদাম থেকে বাণিজ্যিক কাজে চাল সরবরাহের প্রাক্কালে চালের বস্তার *পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ >*

বস্তায় লিখতে হবে ধানের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ওপর উৎপাদনকারী মিলের নাম, জেলা ও উপজেলার নাম, উৎপাদনের তারিখ, মিলগেট মূল্য এবং ধান-চালের জাত উল্লেখ করতে হবে। তবে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, মন্ত্রণালয়ের দেওয়া নতুন সিদ্ধান্ত সব জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শকরা পরিদর্শনকালে এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। তবে এ প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়ন না হলে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিতরণ, বিপণন, (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন ২০২৩ এর ধারা-৬ ও ধারা-৭ অনুযায়ী শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলে পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আইন অনুযায়ী ধারা-৬-এর অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার সুযোগ রয়েছে। ধারা-৭-এর শাস্তি হিসেবে রয়েছে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা ১৫ লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড।

এর আগে ৬ ফেব্রুয়ারি খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভায় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম বলেন, 'ভোক্তা পর্যায়ে স্বস্তি আনতে কৃষি মন্ত্রণালয় নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা যে মাঝেমধ্যে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমদানি-রপ্তানি করতাম, এবার বাজার মনিটরিং করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে দেব। কৃষি, খাদ্য ও বাণিজ্য একসঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করব। এতে ভোক্তা থেকে উৎপাদক পর্যায়ে সবাই স্বস্তিতে থাকবে।'

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, আমনের মৌসুমে দেশের মোট চালের চাহিদার সিংহভাগ পূরণ হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৮ লাখ ৭৪ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৭ লাখ ২৭ হাজার হেক্টর জমিতে ধানের উৎপাদান হয়। সে অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে চালের উৎপাদন বেশি হয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে চালের বেশি উৎপাদন হলেও কোনো কারণ ছাড়াই দেশের বাজারে চালের দর বেড়েছে।

অন্যদিকে চলতি বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে হঠাৎ করে চালের কেজিতে ৭ টাকা দাম বাড়ে। বাজারে প্রতি কেজি মিনিকেট চাল বিক্রি হয় ৬০ থেকে ৭৫ টাকা। আর দরিদ্র মানুষের খাবার হিসেবে পরিচিত এক কেজি মোটা (ব্রি-২৮) চাল ৫৩-৫৫, গুটি স্বর্ণা ৫০-৫২ ও প্রতি কেজি নাজিরশাইল ৭০ থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি হয়। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের বাজার তদারকি সংস্থাগুলো মাঠে নামে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, চলতি বছর ২১ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত খাদ্য মন্ত্রণালয় বাজারে অভিযান পরিচালনা করে। এতে মজুদ কারবারসহ চাল বিক্রিতে নানা অনিয়ম ঠেকাতে সারা দেশে ৩ হাজার ৩৭০টি অভিযান পরিচালনা করে খাদ্য মন্ত্রণালয়। এসব অভিযানে ১ কোটি ২৮ লাখ ৭৪ হাজার ৩৫০ টাকা জরিমানা আদায় হয়। কিন্তু বাজারে এর দৃশ্যমান কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। ফলে চালের দামে তেমন কোনো পার্থক্য আসেনি।

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ২২-০২-২০২৪ (পৃঃ ০৭)

টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়তে সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সদস্য দেশসমূহের মধ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যকর ও টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান এবং এ ব্যাপারে এফএওর আরও সক্রিয় পদক্ষেপ কামনা করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুস শহীদ।

গত মঙ্গলবার সকালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৭তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনের (এপিআরসি-৩৭) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে এ আহ্বান জানান মন্ত্রী। কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, 'সদস্যদেশগুলোর বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এফএওর সহযোগিতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে, যেসব দেশে ফসলের উৎপাদনশীলতা কম, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, সারসহ কৃষি উপকরণের আমদানি নির্ভরতা, ফসলের সংগ্রোত্তর অপচয় বেশি, বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য বেশি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতে ও ভ্যালু চেইন পিছিয়ে আছে এবং শ্লথ ও কম যান্ত্রিকীকরণ-সেসব দেশে আরও বিস্তৃত সহযোগিতা প্রয়োজন।'

তিনি বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি জমি হ্রাস ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা খুবই চ্যালেঞ্জিং। এছাড়া, দুর্বল বিপণন ব্যবস্থা এবং রপ্তানি বিধিনিষেধের মতো বিষয়গুলো খাদ্য নিরাপত্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

আগেরবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গবেষণার জন্য 'বিশেষ তহবিল' গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নে এফএওকে আহ্বান জানান মন্ত্রী।

৪ দিনব্যাপী এফএওর চলমান আঞ্চলিক সম্মেলন শেষ হবে ২২ ফেব্রুয়ারি। সম্মেলনে এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪০টির বেশি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি, এফএওর মহাপরিচালক, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন। এই আঞ্চলিক সম্মেলন আগের বার ২০২২ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এ সম্মেলনের আয়োজক ছিল।

এদিকে গত সোমবার বিকেলে মন্ত্রী এফএওর মহাপরিচালক কিউ দোংয়ু এবং কমিটি অন ওয়ার্ল্ড ফুড সিকিউরিটির চেয়ারপার্সন ও রোমে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত নসিফো নাউস্কা জ্যান জেজিলের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. মাহমুদুর রহমান এবং এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি জিয়াওকুন শি উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ২১-০২-২০২৪ (পৃঃ ০১,০২)

উৎপাদন ৪ কোটি টন, চাহিদা ৩ কোটি ১২ লাখ টন

চালের দাম বৃদ্ধি অযৌক্তিক

রফিক মুহাম্মদ

চালের দাম কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারের বৈঠক, ভোক্তা অধিদফতরের অভিযানসহ নানা উদ্যোগেও কমছে না চালের দাম। গত জানুয়ারিতে আমনের ভরা মৌসুমে চালের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। তখন চালের দাম বাড়তে বাড়তে কেজি প্রতি ৬ থেকে ৭ টাকা পর্যন্ত

বৃদ্ধি পায়। এতে সংসার চালাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা। তখন চালের এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সর্বত্র সমালোচনা শুরু হয়। জানুয়ারিতে নির্বাচনের পর নতুন সরকার এসে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। এর ফলে কেজি প্রতি চালের দাম ১ থেকে ২ টাকা কমেছে। গত বছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে বাজারে যে মোটা চাল ৪২ থেকে ৪৫ টাকা কেজি বিক্রি হয়েছে সেই চাল জানুয়ারিতে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা কেজি বিক্রি হয়। বর্তমানে এর দাম কিছুটা কমে ৪৮ থেকে ৫০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া বাজারে এখন সরু (মিনিকেট) চালের কেজি বিক্রি হচ্ছে ৬৮ থেকে ৭০ টাকায়, যা জানুয়ারিতে ৭০ থেকে ৭৫ টাকা ছিল। মাঝারি (বিআর-২৮, পায়জাম) চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৫৮ টাকা। ভরা মৌসুমে চালের এমন মূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসাবে কেউ সিন্ডিকেটকে দায়ী করছেন, আবার কেউবা বিশ্বে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কথা বলছেন। বিশেষজ্ঞরা উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির জন্য চালের দাম বৃদ্ধি যৌক্তিক বলে মনে করছেন। আবার অনেকে বাজার ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দুর্বলতার কথা বলছেন। অন্যদিকে আমনের বাম্পার ফলনের পরও চালের দাম না কমার কারণ হিসাবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন বাংলাদেশে এক যুগ ধরে মোটা চালের উৎপাদন কমছে। আর মাঝারি চালের উৎপাদন বাড়ছে। মাঝারি মানের চালের চাহিদা বেড়ে যাওয়া এবং মোটা চালের চাহিদা কমে যাওয়াকে কারণ হিসেবে মনে করছেন তাঁরা। আর বাংলাদেশে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করা মানুষজন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টিকর খাবারের পেছনে ব্যয় কমিয়েছে। আর ভাতের জন্য ব্যয় বাড়িয়েছে। চালের দাম বৃদ্ধিতে এর প্রভাবও কিছুটা রয়েছে। তবে প্রকৃত কারণ কি তা এখনও নির্ণয় করে চালের দাম এখনো কমাতে পারছে না সরকার।

আমনের বাম্পার ফলনের পরও বাজারে পাইকারী থেকে খুচরা সব পর্যায়েই চালের দাম এখনও কেজিতে ৪ থেকে ৬ টাকা

পাইকারী ব্যবসায়ীরা বলছেন দাম বৃদ্ধি করছে মিল মালিকরা ● চাহিদার চেয়ে বাজারে ধানের আমদানি কম থাকায় দাম বেড়েছে -চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন সরদার

বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, চালের দাম বাড়িয়েছে মিল মালিক ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো। রাজধানীর কারওয়ান বাজার, বাবুবাজার, ঠাটারিবাজারসহ সব বাজারের খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সব ধরনের চালের দামই বেড়েছে। কারণ হিসেবে তারা দায়ী করছেন করপোরেট কোম্পানি ও মিল মালিকদের। কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ী কামাল হোসেন বলেন, নাজিরশাইল চাল ৭০ টাকা থেকে বেড়ে ৮২ টাকা কেজি হয়েছিল এবং সেটা ২ টাকা কমে এখন ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিআর ২৮ চাল কেজিপ্রতি ৪ টাকা বেড়েছিল এখন ১

পৃঃ ২ কঃ ৪

চালের দাম বৃদ্ধি অযৌক্তিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে ২ টাকা কমে ৫০ থেকে ৫২ টাকায়, মিনিকেটে ৫ টাকা বেড়ে ছিল এখন ২ টাকা কমে ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে চাল এনে কারওয়ান বাজারে ব্যবসা করেন মো. নাজিম উদ্দিন। মিলাররা গত নির্বাচনকে ইস্যু করে কেজিতে ৪ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়িয়েছিল বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, এই দাম বাড়ানোর কোনো কারণ ছিল না। তবে নির্বাচনের পর সরকার এসে অভিযান চালানোর পর দাম কিছুটা কমেছে। এটা অব্যাহত থাকলে দাম আরও কমবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মো. তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী গতকাল ইনকিলাবকে বলেন, এবছর আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও উৎপাদন বেশি হয়েছে। ১ কোটি ৭০ লাখ টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৮০ লাখ টন। এ অবস্থায় চালের দাম বৃদ্ধির কোন কারণ থাকতে পারে না। এটা কোন কারসাজির মাধ্যমেই বাজারকে অস্থিতিশীল করা হচ্ছে।

এ মৌসুমে চালের দাম কেন এত বাড়ল তা জানতে চাইলে নওগাঁ চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন সরদার বলেন, হাটবাজারে ধানের আমদানি কমে গেছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় প্রতি মণে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা বেশি দামে ধান কিনতে হচ্ছে। এতে চালের দাম বেড়েছে।

সরকারের দেওয়া তথ্যানুয়ায়ী চাল উৎপাদনে দেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, বাংলাদেশে গত অর্থবছরে প্রায় চার কোটি টন চাল উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে বোরোতে ২ কোটি ১০ লাখ টন। এর মধ্যে মোটা চাল প্রায় ৬০ লাখ টন। আর সরু ও মাঝারি চালের পরিমাণ দেড় কোটি টন। ধারাবাহিকভাবে মাঝারি চালের উৎপাদন বাড়ছে। গত এক যুগে দেশের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ধানের নতুন জাত থেকে বেশির ভাগই মাঝারি মানের চাল আসছে। অন্য দিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব অনুসারে বর্তমানে দেশের ১৭ কোটি মানুষের চালের চাহিদা ৩ কোটি ১২ লাখ টন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই হিসাব মতে দেশে প্রতি বছরই প্রায় ৭০ থেকে ৮০ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কিন্তু উদ্বৃত্ততো থাকেই না উল্টো প্রতি বছর লাখ লাখ টন চাল আমদানি করতে হচ্ছে। গত বছরও প্রায় ৯ লাখ টন চাল আমদানি করতে হয়েছে। আমদানি করেও চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। এমনটা কেন হচ্ছে। তাহলে কি হিসাবের মধ্যে কোন সমস্যা রয়েছে? অর্থনীতিবিদরা বলছেন সরকারের বিভিন্ন সংস্থা উৎপাদনের যে তথ্য দিচ্ছেন তা সঠিক নয়। এ তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের অনেকটা ফারাক থেকে যাচ্ছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ইনকিলাবকে বলেন, চালের উৎপাদন এবং চাহিদার হিসাবে যে গরমিল তাতে এসব প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশে চালের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে আমাদের চাহিদা পূরণে তা সক্ষম। চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার ব্যবস্থাপনা এবং যথ যথ তদারকি জরুরি। তিনি বলেন, বর্তমানে ধানের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে। কৃষি উপকরণ, সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি সব বেড়ে যাওয়ায় প্রতি মণ ধানের উৎপাদন খরচ গত বছরের চেয়ে কমপক্ষে দুইশ' থেকে আড়াইশ' টাকা বেড়েছে। তাই কৃষকদের ন্যায্যমূল্য দিতে হলে ধানের দাম বাড়াতে হবে। আর ধানের দাম বাড়লে চালের দাম স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে। কবে বর্তমানে যেভাবে দাম বাড়ছে সেটা যৌক্তিক বলে মনে হয়না। এ জন্য যথাযথ বাজার তদারকি প্রয়োজন।